**ত্রিপুরা সরকার**
**তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার**
***********

ফিচার -০৯
আগরতলা, ২০ এপ্রিল’ ১৭

# আলু গ্রামে একদিন

।। তিলক রবিদাস ।।

পান্ডবপুর । ডুকলী ব্লকের এক কৃষি প্রধান গ্রাম । ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেষা এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯০ শতাংশ মানুষই কৃষি কাজ করেন । রয়েছেন শ্রমিক, দিন মজুর, চাকুরিজীবীও । তবে কৃষিই এই গ্রামের মানুষের প্রধান জীবিকা । আগরতলা শহর থেকে দক্ষিণ দিকে জাতীয় সড়ক ধরে কিছুটা এগিয়ে গেলেই সেকেরকোট চা বাগান । বাগানের পূর্ব দিকে যে রাস্তাটি চলে গেছে এর শেষ প্রান্তে এই গ্রামের অবস্থান। লোকসংখ্যা প্রায় ৩০৮৫ জন । আয়তন ২৯.৫২ বর্গ কিঃমিঃ । এরমধ্যে ২১ বর্গ কিমিঃ এলাকা জুড়ে রয়েছে নানা শস্যের খেত, গাছগাছালি । তপশিলী জাতি অধ্যুষিত এ গ্রামে মুসলিম, ও বি সি এবং সাধারণ সম্প্রদায়ের জনগণ পাশাপাশি মিলে মিশেই বসবাস করেন ।

গ্রামের পথে হাটতে হাটতে চোখে পরে সবুজ ক্ষেত আর ক্ষেত । দূরে দূরে গাছ-গাছালি । আপন বেগে বয়ে চলেছে ফটিকছড়া । খরস্রোতা এই নদী গ্রামকে পুষ্ট করে তুলেছে তার জল দিয়ে । ধান, গম, ভূট্টা, সরিষা, তিল থেকে শুরু করে লাউ, ঝিঙ্গা, করলা, ঢেঁড়শ, পেঁপে, শশা, লতসীম, টমেটো, আলু, বেগুন, ডাঁটা প্রভৃতি ফসল পুষ্ট হয় এই ছড়ার জলেই । রয়েছে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, লেবু ও রাবার বাগানও । প্রায় প্রতিটি বাড়ির আঙ্গিনায়ও দেখতে পাওয়া যায় লতসীম, ঢেঁড়শ, ঝিঙ্গা, চালকুমড়ো, ডাঁটা, পেঁপে আরো কত কি। ভর দুপুরে কচু খেতে কাজ করছিলেন কৃষক রামানন্দ সরকার । জিজ্ঞেস করলাম এ বছর কি কি চাষ করলেন ? সহাস্যে রামানন্দ বলেন, ‘৯ গন্ডা জমিতে চৌদ্দ’শ কচু গাছ লাগাইছি । টি পি এস আলু চাষ করছিলাম ১৫ গন্ডা জমিতে । খরচ হয় প্রায় ৩০০০ টাকা । আলু পাই ৮০০ কিলোগ্রাম । ১৫ টাকা কিলো দরে বিক্রি কইরা ১২,০০০ টাকা পাইছি’। পাশের জমিতে কাজ করতে করতে কৃষক শ্রীনিবাস সরকার জানান, তিনি ৫ গন্ডায় শশা, ৩ গন্ডায় ঢেঁড়শ, ৭ গন্ডায় বেগুন ও ২ গন্ডায় লতসীম চাষ করেছেন । এ বছর ১০ গন্ডায় টি পি এস আলু চাষ করে ৬৮০ কিলোগ্রাম আলু পেয়েছেন । খরচ পড়ে প্রায় ২৫০০ টাকা । প্রতি কিলো ১৫ টাকা দরে বিক্রি করে ১০,২০০ টাকা পেয়েছেন । প্রায় ৫০০টি লাউ ধরেছে তার ক্ষেতের মাচায় । প্রতিটি লাউ ২০-৩০ টাকা দরে বিক্রি করে পেয়েছেন প্রায় ১১,০০০ টাকা । ধন মিঞাদের গ্রাম ঘুরে দেখি, সকাল থেকে সন্ধ্যা হাড় ভাঙ্গা শ্রমে কৃষকরা নিজ নিজ জমিতে ফলিয়েছেন ধান, লংকা, শশা, লাউ, চাল কুমড়ো, মিষ্টি কুমড়ো, ঢেঁড়শ, আরও কত সব্জি । এই গ্রামে যেন এক কৃষির সাম্রাজ্য গড়েছেন কৃষকরা । তাদের সযত্নে উৎপাদিত ফসল আগরতলা, বিশালগড়, সেকেরকোট প্রভৃতি এলাকার পাইকাররা এসে গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে যান । কৃষকের শ্রমে ঘামে হাসি ফুটে তাদের পরিবার পরিজনদের মুখে ।

পান্ডবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সন্ধ্যা দাস জানান, এ গ্রামের কৃষির উন্নয়নের মূলে রয়েছে কৃষি দপ্তর । গ্রামে কর্মরত দপ্তরের গ্রাম রোজগার সেবক গ্রামে আসেন, কৃষির উন্নয়নে পরামর্শ দেন । কৃষি কাজ করেই দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন জামসেদ মিঞা । গড়ে তুলেছেন এক সুন্দর ঘর । এক সময়ের বর্গা চাষী আক্তাত মিঞা আজ স্বাবলম্বী হয়েছেন । মেয়েকে ডাক্তারী পড়াচ্ছেন ব্যাঙ্গালুরুতে । মাজু মিঞার ছেলে দাস্ত মহম্মদ এম বি বি কলেজে এবং রুক্ষ্মু মিঞার কন্যা স্বরূপা খাতুন রামঠাকুর কলেজে পড়ছে । উপ প্রধান

--- ২ পাতায়

This document was created using Smart PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

সুজিত রায় জানান, কৃষির সার্বিক উন্নয়নে সম্প্রতি কৃষি দপ্তর থেকে ১৫ জন কৃষককে ধান মাড়াই যন্ত্র, ৭ জনকে পাওয়ার টিলার, ৫০ জনকে স্প্রে মেশিন, ৭০০ জনকে কোদাল, ২০ জনকে আগাছা পরিষ্কার করার যন্ত্র এবং ১৫ জনকে পাম্প সেট দেওয়া হয়েছে । দপ্তরের সহায়তায় গ্রামের ২০ কানি জমিতে কলা বাগান, ২০ কানিতে আম বাগান, ৫ কানিতে লেবু বাগান গড়ে তোলা হয়েছে । রাস্তার দু'পাশে বিভিন্ন ফলের চারা রোপণ করা হয়েছে । বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৫৫ জন সব্জি চাষীকে দপ্তর থেকে সার, চূন, ধান বীজ, আলু বীজ ও কীটনাশক অষুধ দেওয়া হয়েছে ।

সেচের জন্য ফটিকছড়া নদীতে ৪ জায়গায় বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে । ডিপ টিউবওয়েল খনন করা হয়েছে ৮টি । তিনি বলেন, লোকে এ গ্রামকে ''আলু গ্রাম'' বলেন । কেননা, এ গ্রামের উর্বর জমিতে দারুণ টি পি এস আলু ফলে । তবে আমরা এ গ্রামের শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত বেকার ছেলে-মেয়েদের বিকল্প আয়ের সঙ্গে যুক্ত করার জন্যও উদ্যোগ নিয়েছি । ১০০ জন বেকার ছেলে-মেয়েকে মাছ চাষ, শূকর, গাভী, হাঁস, মুরগী পালন, পোলট্রি মোরগ পালনে সহায়তার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির কাছে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে । আমরা চাই সকলের সহযোগিতায় এই গ্রামকে এক আদর্শ কৃষি গ্রামে পরিণত করতে । যা অন্যান্য গ্রামের কাছে একদিন দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে ।

***************

This document was created using
Smart PDF Converter
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFConverter.com